সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

চর্যাপদে ব্যবহৃত শব্দ : শ্রেণীবিন্যাস সমস্যা

Vol. 36 | No. 2 | 1993

Check for updates

Volume	36
Issue	2
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মনোয়ারা হোসেন
Published online	February 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v36i2.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v36i2.7
Pages	১৬১-১৭৬
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

চর্যাপদে ব্যবহৃত শব্দ : শ্রেণীবিন্যাস সমস্যা

মনোয়ারা হোসেন

আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাচীন বাংলাভাষার নিদর্শন চর্যাপদে ব্যবহৃত শব্দাবলী ব্যুৎপত্তিগত ভাবে শ্রেণীবিন্যাসের চেষ্টা করা হয়েছে। চর্যাপদের বিশ্লেষণ যে-কোন দিক থেকেই হোক না কেন দুরূহ ব্যাপার। চর্যার রচনাকাল ও ভাষা বা পাঠ নিধারণের মত শব্দের পরিচয় নিয়েও যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থ বা অভিধানে একই শব্দের বিভিন্ন রকম শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের "বাঙ্গালা ভাষার অভিধান" বা সুকুমার সেনের "AN ETYMOLOGICAL DICTIONARY OF BENGALI (E. D. B)" অথবা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF BENGALI LANGUAGE" (ODBL) গ্রন্থে অনেক শব্দই বাংলা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে যা আর. এল. টার্নারের "A COMPARATIVE DICTIO-NARY OF THE INDO-ARYAN LAGUAGES" (CDIAL) বা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বঙ্গীয় শব্দকোষ" -এ সংস্কৃত বা বিভিন্ন ভাষার শব্দ রূপে নির্দেশিত। উদাহরণ স্বরূপ চর্যার "মোলাণ' শব্দটির উল্লেখ করা যেতে পারে। সুকুমার সেনের মতে শব্দটি বাংলা। ODBL এ উল্লেখ করা হয়েছে যে শব্দটি বাংলা উপভাষায় আছে। আর. ডি. ব্যানার্জীর মতে শব্দটি আরবী ফারসী "মুল্লা" থেকে এসেছে। এই শব্দটি দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে মুসলমানদের অস্তিত্বের ইঙ্গিত বহন করে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর 'BUDDHIST MYSTIC SONGS' (BMS) গ্রন্থে 'মোলাণ' শব্দ সম্পর্কে লিখেছেন:

> It is still used in Assamese as such and in some Bengali dialects as 'মোলাম'।

তিনি 'মোলাণ' শব্দটিকে বাংলা বলেননি বরং তাঁর মন্তব্য থেকে মনে করা যায় যে শব্দটি 'আসামী'। উল্লেখ্য বাংলা এবং আসামী ভাষার রূপ ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় এক রকম ছিল। শব্দটি যে আসামী তার সমর্থন পাওয়া যায় টার্নারের অভিধানটিতে (পৃ. ৫৯৩)। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, 'মোলাম' শব্দটিকে গ্রাম্যভাষার শব্দ বলে চিহ্নিত করেছেন। হরিচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায় অনুসারে, সং মৃনাল > লি মুলাল; প্রা মুলাল > বা (মুলান) ০ম; অথবা মোলাম মূল (?); তুলনীয় "মোলাণ"— মৃণাল (চ)।

'মোলাণ' শব্দের ব্যুৎপত্তি এখানে স্পষ্ট নয়। অতীন্দ্র মজুমদারের ব্যুৎপত্তি —

মোলাণ = সং মৃণাল > প্রা মুণাল > বর্ণ বিপর্যয়ের ফলে মোলাণ (চর্যাপদ, পৃ. ১২০)

পরেশচন্দ্র মজুমদার ব্যঞ্জন বিপর্যয়ের উদাহরণ দিতে গিয়ে 'মোলাণ' শব্দের উল্লেখ করেছেন ('বাঙলা ভাষা পরিক্রমা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১১)

ODBL-এ বাংলা শব্দের তালিকায় 'ঘর' এবং 'ডাল' শব্দ দুটি আছে। সেখানে —

ঘর — ghar (ghara, grha) পৃ. ৩১৫

ডাল — dala (dalla = dru, daru?) পৃ. ৪৯৪

হরিচরণ অনুসারে

ঘর সং গৃহ > লি. গহ. ঘর; প্রা ঘর;

তুলনীয় সং ঘর;

ডাল সং দল; প্রা ডাল

জ্ঞানেন্দ্রমোহন অনুসারে

ঘর সং গৃহ > প্রাকৃত ঘর।

ডাল সং দারু > দল > দ = ড

হরিচরণে 'ঘর' শব্দটি বাংলা; কিন্তু ব্যুৎপত্তিতে দেখা যায় যে শব্দটি প্রাকৃত এবং সংস্কৃতেও ছিল।

CDIAL অনুসারে ঘর এবং ডাল শব্দ দুটি সংস্কৃত। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অনুসারে 'ডাল' শব্দটি অপভ্রংশ (BMS পৃ. ৩)। এ ধরনের দ্বিধা আছে 'হরিণ' শব্দটি নিয়েও। টার্নার এবং হরিচরণের মতে 'হরিণ' সংস্কৃত শব্দ। ODBL অনুসারে শব্দটি বাংলা। J. PHZYLUSKI-র মতে 'হরিণ' শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় এসেছে অস্ট্রো-এশিয়াটিক থেকে। কিন্তু টার্নারের মতে শব্দটি প্রথমে মুণ্ডা শব্দ ভাণ্ডারে গৃহীত হয়েছিল। যার উৎস ছিল ইন্দো-আর্য ভাষার 'হরি'। 'চিহ্ন' (৩নং চর্যা) শব্দটির উচ্চারণ সংস্কৃতে — চিহ্ন (hno) কিন্তু বাংলায় চিনহো (nho); টার্নার অনুসারে শব্দটি পালি/প্রাকৃত; ODBL অনুযায়ী বাংলা এবং হরিচরণের মতে সংস্কৃত। চর্যাপদে এ ধরনের প্রচুর শব্দ আছে যা নিয়ে সংশয় বা সন্দেহ থেকে যায়।

বানান বিভ্রাট চর্যাপদের শ্রেণী নির্ধারণে বিঘ্নের সৃষ্টি করে, প্রাচীন বাংলা দীর্ঘস্বর; ণ/ন; শ/ষ/স; এ সবের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিলনা। সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রেও তা লক্ষ করা যায়, যেমন হরিণি (হরিণী)।

এসব শব্দকে সংস্কৃত বলা যায়; কিন্তু চর্যাপদে প্রচুর সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দ আছে যাঁর অন্ত্যস্বর দীর্ঘ ভাবে উচ্চারিত। যেমন, পবণ — পবণ/ পরিচ্ছিন্ন — পরিচ্ছিন্না/ অবনাগবণ — অবনাগবণা ইত্যাদি। এসব শব্দকে সংস্কৃত বা প্রাকৃত বলা যায় না।

সুকুমার সেন জগ (চর্যা ৩৯, ৪১), ঝান (১,৩০), তিন (১৮), মুহাসুহ (১), মুহ (৭) শব্দগুলিকে বাংলা বলেছেন: শব্দগুলি মূলতঃ সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতে এসেছে এবং পরে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন– সংস্কৃত তৃণ–পালি তিণ/ সং ধ্যাণ ঝাণ/ মহামুখ — মহাসুহ/ মুখ — মুহ/ শশধর — সসহর ইত্যাদি। ঝাণ শব্দটি প্রাচীন বাংলা ও প্রাচীন গুজরাটীতেও আছে, যা ঐ দুটি ভাষায় প্রাকৃত উপাদান। ODBL এ উল্লেখ করা হয়েছে যে চর্যা ২০০০ শব্দের মধ্যে ৩১০টি শব্দ সংস্কৃতে যে ভাবে উচ্চারিত হয় সেভাবেই উচ্চারিত, কিন্তু এই ৩১০টি শব্দের অধিকাংশ রূপগত দিক দিয়ে তদ্ভব এবং তৎসম। এই ৩১০টি শব্দের মধ্যে খাঁটি তৎসম শব্দ খুব সামান্যই যেমন– সদগুরু, সদভাব, ভব নির্বাণ, মাংস, বাক পথাতীত, বিদ্যা, পদ্ম, অবধূতী, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি যার সংখ্যা ১০০–র বেশী হতে পারে না (পৃ. ২১৮–১৯)।

চর্যাপদের শব্দগুলি বিশ্লেষণ করলে লক্ষ করা যায় যে বেশ কিছু শব্দ সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে বাংলা এবং নব্য ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন শাখায় বিবর্তিত হয়েছে। যেমন– বলীবর্দ › বলদ্দ › বলদ (আসামী/ বাংলা/ হিন্দী)

এখানে বলীবর্দ শব্দটি বলদ্দ'র মধ্য দিয়ে আসামী, বাংলা ও হিন্দীতে হয়েছে বলদ। এ সব শব্দ নিয়ে বিভ্রান্তির কারণ নেই কারণ শব্দগুলির উপর অন্যান্য শাখা ভাষার মত বাংলার দাবীও কম নয় সুতরাং শব্দগুলিকে অনায়াসে বাংলা বলা যায়। কিন্তু চর্যাপদে এমন অনেক বিবর্তিত শব্দ আছে যা নব্য ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন শাখায় আছে কিন্তু বাংলায় নেই, যেমন–

সং, নাব › প্রা ণাব › নাঈ (প্রা: বা)/ নাবড়ী (গুজরাটী):

সং, চন্দ্র › চন্দ › চাঁদ (বা)/ চান্দ (ওড়িয়া)

সং, বর্ণ › বন্ন › বান (গুজরাট/ মারাঠী/ প্রাচীন সিংহলী উপরোক্ত তিনটি শব্দ বিভিন্ন ভাষায় বিবর্তিত হলেও বাংলা হিসাবে চিহ্নিত। ড

শহীদুল্লাহ্‌র মতে বাংলা ভাষায় নাব শব্দের সাথে 'ড়ি' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে হয়েছে নাবড়ি। 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' 'বাণ' শব্দটি বাংলা। সেখানে বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে (পৃ. ১৪৯৭)। জ্ঞানেন্দ্রমোহন শব্দটিকে বাংলা বলেছেন, যা তার মতে মধ্য যুগে ব্যবহৃত হতো। মূলতঃ: বাণ শব্দটি বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে বাংলায় আগমন অসংগত নয়। চান্দ প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য। CDIAL অনুসারে 'চীর' শব্দটি পালি প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে ওড়িয়ায় হয়েছে 'চিরা' বিহারীতে 'চীরা' বাংলা চির। শব্দটি বাংলা হিসাবে চিহ্নিত (CDIAL)। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে 'দারী' শব্দটিকে সংস্কৃত 'দারিয়া', (প্রাকৃত দারিআ) বিবর্তিত হয়ে ওড়িয়া, পাঞ্জাবী ও হিন্দীতে হয়েছে দারী। সুতরাং বিবর্তিত শব্দ হলেও শব্দটি মূলতঃ নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার কোন শাখার শব্দ তা নিয়ে বিতর্ক থেকেই যায়। আমরা ঐ সমস্যা সমাধানের জন্য চর্যাপদে বিভিন্ন ভাষার শব্দাবলীর নিম্নরূপ শ্রেণীবিন্যাস করেছি।

সংস্কৃত শব্দ

চর্যা—১ : তরুবর/ পিণ্ডি/ পরিমাণ/ গুরু/ সুখ/ কপট + এর/ কাল/ চঞ্চল/ রে।

চর্যা—২ : দুলি/ দিবস/ চর্যা/ ন।

চর্যা—৩ : শুণ্ডিনী/ বারুনী / নাল।

চর্যা—৪ : কমল/ কুলিশ/ কমল রস/ মনিমূল/তাল/ নর/ নারী/ বীরা/ না।

চর্যা—৫ : বাম/ গম্ভীর/ পারগামি/ পারগামী/ দূর/ অনুত্তর/ ন/ মা/ হে।

চর্যা—৬ : মাংস/ হরিনি/ হরিণী/ হরিন/ বন/ তরঙ্গ/ ন/ পানী।

চর্যা—৭ : নিবাস/ ভব/ ন।

চর্যা—৮ : মহি/ সদগুরু/ বাম/ বাট/ করুণা।

চর্যা—৯ : করিনি/ দশবল/ তথতা/ নলিনী /বন।

চর্যা—১০: নগর/ নাব/ সরবর/ সদভাব। সম/ রে।

চর্যা—১১: নাড়ি/ শক্তি/ ডমরু/ ঘন্টা/ চরণ/ রবি/ শশী/ কুণ্ডল/ আভরণ/ বীরনাদ।

চর্যা—১২ : সদগুরু/ করুণা/রে।

চর্যা—১৩ : দেহ/ বেণী/ তরঙ্গ/ তথাগত/ গন্ধ/ রস/ করুণা/ ভবজলধি/ কাত্র।

চর্যা—১৪ : গঙ্গা/ মাতঙ্গি/ বাট/ সদগুরু/ সংহার/ বাম/ রথ/ কুল/ পার।

চর্যা—১৫ : বাট/ কূল/ নাব/ মহাসিদ্ধি/ বাম/ খড়/ তিল/ বাল/ অন্ত।

চর্যা—১৬ : মার/ পাপ/ পুণ্য/ মহারস/ নায়ক/ রবি/ কিরণ/ গঙ্গা/ মণ্ডল/ বিষয়/ ভয়ঙ্কর/ নিরন্তর/ পঞ্চ/ বিপথ/ খর/ ন/ রে/ সন্তাপ।

চর্যা—১৭ : অবধূতী/ বীণা/ দেবী/ বুদ্ধি/ নাটক/ করুণা।

চর্যা—১৮ : কারণ/ কণ্ঠ/ কাম/ চণ্ডালী/ ন।

চর্যা—১৯ : ভব/ পবন/ করণ্ড / জাল/ অনুত্তর/ সহজ/ উন্মত্ত ন।

চর্যা—২০ : নাড়ি/ ভব/ বীরা/ ন।

চর্যা—২১ : আহার/ ভব/ নাশক/ সদগুরু/ চঞ্চল/ কাল/ রে।

চর্যা—২২ : ভব/ মরণ/ জীবন্ত/ রস/ অজরামর/ সচরাচর/ ন।

চর্যা—২৩ : জীবন্ত/ সদগুরু/ নলিনী–বন।

চর্যা ২৪ : পাওয়া যায় নি।

চর্যা ২৫ : পাওয়া যায় নি।

চর্যা—২৬ : বাট/ কারণ/ রে/ ন।

চর্যা—২৭ : কমল/ অঙ্গ/ কমলিনী/ মেল/ সহজানন্দ।

চর্যা—২৮ : পীচ্ছ/ তরুবর/ কর্ণ–কুণ্ডল বজ্রধারী/ কণ্ঠ/ সন্ধান/ সন্ধি/ বাণ/ পাগল/ সহজ/ সুন্দরী।

চর্যা—২৯ : ভাব/ অভাব/ চিহ্ন/ আগম/ উদক/ ন।

চর্যা—৩০ : করুণা/ নিরন্তর/ সহজ/ আনন্দ/ ভাবাভাব।

চর্যা—৩১ : করুণা/ কান্তি/ করণ/ দূর।

চর্যা—৩২ : নাদ/ বিন্দু/ রবি/ পার/ ন/ মা/ রে।

চর্যা—৩৩ : গীত/ সম।

চর্যা—৩৪ : বাক/ কূল/ দু:খ/ সুখ/ স্ব/ পরাপর/ মোহ/ করুণ/ পারিম/ পরম/ অনুত্তর/ দ্বাদশ/ রে/ ন।

চর্যা—৩৫ : সদগুরু/ পাপ/ আহার।

চর্যা—৩৬ : স্বপন/ সহজ।

চর্যা–৩৭ : অনুভব/ পথ/ সন্তার/ বাকপথাতীত/ অবকাস/ গল/ সহজ/ মা/ রে।

চর্যা–৩৮ : সদগুরু/ পার/ নৌকা/ গুণ/ কূল/ খর।

চর্যা–৩৯ : বিহার/ বঙ্গ/ জায়া/ পার/ পর/ হ/ রে।

চর্যা–৪০ : আগম/ বাক/ গুরু/ সহজ/ কাঅ।

চর্যা–৪১ : মরু/ মরীচি/ কেলি/ সদগুরু/ মা।

চর্যা–৪২ : তরঙ্গ/ ভব/ সহজ/ অনুদিন।

চর্যা–৪৩ : জল/ মরণ/ ভব/ খ/ সহজ/ সমরস/ সম/ রে/ ন।

চর্যা–৪৪ : নাদ/ নাদ।

চর্যা ৪৫ : তরু/ তরুবর/ মূল/ গুরু/ ভব/ মূঢ়/ উ/ ন/ রে/ বরগুরু /পানি

চর্যা–৪৬ : অন্তরাল/ ভব/ মোহ/ ন।

চর্যা–৪৭ : কমল/ কুলিশ/ সমতা/ চণ্ডালী/ ধূম/ মেরু/ শিখর/ নব/ গুণ/ শাসন/ নাল/ পানি।

চর্যা–৪৮ : পাওয়া যায়নি।

চর্যা–৪৯ : খল/ চণ্ডাল/ পরিবার/ বিশেষ।

চর্যা–৫০ : কণ্ঠ/ খ/ বলী/ অনুদিন।

প্রাকৃত শব্দ (পালি/ প্রাকৃত/ অপভ্রংশ/ অবহট্ট)

চর্যা–১ : মহাসুহ/ ডাল/ সমাহি/ ঝাণ/ ধমন/ চবণ/চী/ দিঢ়/ পাস/ বি/ সঅল।

চর্যা–২ : ঘর/ ডর/ হিঅ/ পন/ কোড়ি/ ভো।

চর্যা–৩ : দুআর/ ঘড়ি/ দিঢ়/ থির/ চীঅন/ ঘর।

চর্যা–৪ : অঙ্কবালী/ মুহ/ সাসু/ খন/ বিণু।

চর্যা–৫ : লোঅ/ বোহি/ সামী/ দু/ অদঅ।

চর্যা–৬ : তিন/ হিঅ/ খন/ খুর।

চর্যা–৭ : হিঅ/ তীনি/ অবনাগবন/ উআস/ মন–গোঅর।

চর্যা–৮ : গঅন/ মহাসুহ।

চর্যা–৯ : বিবিহ/ মঅগল/ রঅন/ এবং কার/ দিঢ়/ অকিলেস/ সঅল।

চর্যা—১০ : চউসটঠী/ পরাণ/ বাহিরি/ জোঈ/ অবর/ বাম্হন।

চর্যা—১১ : নেউর/ দেশ (দ্বেষ)/ সাসু/ ঘর/ জোঈ/ দিঢ়/ মাঅ।

চর্যা—১২ : গঅবর/জনা/ বোহ/ নিঅড়/ অবস/ পহিলে।

চর্যা—১৩ : পরস/ নিংদ/ চিঅ/ জইসো/ তইসো// মাআজাল/ বিহ্ন/ মাঅ।

চর্যা—১৪ : জউনা/ পাঅ/ পসাত্র/ পুণু/ গঅণ/ ণ।

চর্যা—১৫ : পন্থ/ উহ/ সঅ/ অলক্খ/ লক্খন/ উজু/ দো/ ভান্তি/ ণ।

চর্যা—১৬ : চীঅ/ কসন/ ঘণ/ ভুঅন/ তিহুঅণ/ অবর/ সঅল/ তীনি।

চর্যা—১৭ : সসি/ সহি/ হেরুঅ/ গঅবর/ করহা/ বিসমা/ সঅল।

চর্যা—১৮ : তীনি কুলিন/ জণ/ লোঅ/ ভূঅণ/ সসহর/ মহাসুহ/ সঅল।

চর্যা—১৯ : নিব্বান/ পড়হ/ খনহ/ জউতুক/ মণ/ জোইনি/ জোই/ রঅনি/ সুরঅ/ পসঙ্গ।

চর্যা—২০ : খমন/ জৌবন/ মাঅ/ পহিলে/ ণ।

চর্যা—২১ : গঅণ/ বোহ/ জোইআ/ তাব/ নিচ্চল/ ণ।

চর্যা—২২ : কাংখা/ সঙ্কা/ কিমপি/ তইসো/ লোঅ/ জোই/ তিঅস/ জইসো।

চর্যা—২৩ : রঅনি/ জনা/ মাস/ ঘর/ বোহ/ মাআজাল/ জই।

চর্যা—২৪ : পাওয়া যায় নি।

চর্যা—২৫ : পাওয়া যায় নি।

চর্যা—২৬ : হেরুঅ/ বহন/ স/ জুঅতি।

চর্যা—২৭ : সসহর/ পনাল/ রঅন/ বূধ/ মহাসুহ/ জোইনী/ বিলকখন।

চর্যা—২৮ : সবরী/ পরিহান/ সবরো/ বন/ ভুঅঙ্গ/ হিঅ/ সিহর/ রোস/ সর (শর)/ পেমম/ তিঅ/ ধাউ/ গরুআ।

চর্যা—২৯ : সংবোহ/ বড়/ তিঅ/ ধাএ/ রূব/ পিরিচ্ছা/ বিণা ণা/ মিচ্ছা/ বেএ/ জিম/ দুলকখ।

চর্যা—৩০ : মেহ/ বিসঅ/ নিহ/ নিঅ/ বিসুদ্ধি/ জিম/ ইন্দিয়াল/ বি।

চর্যা—৩১ : মণ/ পবণ/ জিম/ ইন্দিঅ/ ঘিন/ চিঅ/ লোআচার/ ভঅ।

চর্যা—৩২ : বোহি/ উজু/ দুজ্জন/ জোঈ।

চর্যা—৩৩ : ঘর/ সিআল/ সিহ/ বেন্ট/ তীনি।

চর্যা—৩৪ : মন্ড/ ঝান/ বখান/ রাআ/ পসাএ/ ভুঅণ।

চর্যা—৩৫ : বোহ/ লক্খ/ দহদিহ।

চর্যা—৩৬ : বেঅন/ সুহ/ তিহুবন/ নিংদালু/ বিহুন/ চেঅন।

চর্যা— ৩৭ : সঙ্কা/ জইসো/ তাইসো।

চর্যা—৩৮ : থির।

চর্যা—৩৯ : দোস/ বিণাণা/ বিস/ জগ/ ঘর/ বর (বরং অর্থ)।

চর্যা—৪০ : চিঅ/ সীস/ কীস/ বি/ মণ গোঅর/ ইটঠ মালা।

চর্যা—৪১ : আই/ জগ/ সহাব/ গন্ধব্ব/ নঅরী/ আপ/ সুআ/ বালুআ/ সস + র/ সিংগ/ আকাস/ পাব/ জই/ ণ/ দিঢ়/ ভান্তি/ ভাংতি।

চর্যা—৪২ : বিয়োএ/ তেলোএ/ সাঅর/ দিঠ/ সূণ/ কাঅর/ জোই/ সংপুন্না।

চর্যা—৪৩ : অপ্পা/ তিম/ ভেউ।

চর্যা—৪৪ : নিরোহ/ বোহী।

চর্যা—৪৫ : সাহা/ মন/ গঅন/ রঅন/ পুণ/ বাহা।

চর্যা—৪৬ : চিঅ/ ফুড়/ সহাব/ অদস/ নানা/

চর্যা—৪৭ : ডাহ/ ফুড়।

চর্যা— ৪৮ : পাওয়া যায় নি।

চর্যা—৪৯ : চিঅ/রূঅ/ ভণ্ডার/ সেস/ ঘরিনী/ নিঅ/ কিম্পি/ অ/ ইন্দি/ বিসআ/ অদঅ।

চর্যা—৫০ : জোহ্ন/ ডাহ/ সিআলী/ অন্ধারি।

বাংলা শব্দ

চর্যা—১ : ছান্দ বান্ধ/ আস/ পাখ/ কাআ/ দুখ/নিচিত।

চর্যা—২ : রুখ. পীঢ়া/ কুমীর/ আঙ্গন/ বিআতী/ কানেট/ সসুরা/ নিদ/ বহুড়ী/ রাতি/ কামরু/ মাঝে/ অইসনী/ একু।

চর্যা—৩ : বাকল/ গরাহক/ পসারা/ এক/ দুই/ আপণে/ নিসারা/ নাহি ঘড়ুলী।

চর্যা—৪ : তিয়ড়া/ ঘান্ট/ বিআলী/ ওড়ি আণ/ কোঞ্চা/ পাখা/ বেনী/ (দুই অর্থে)।

চর্যা—৫ : ভবনই/ চিখিল/ থাহী/ সাঙ্কম / মোহতরু/ পাটী/ নিবাণ/ টাঙ্গি/ বেগ/ ধামার্থে/ দিঢ়ি/ আন্তে/ দাহিন/ নিয়ড়ি।

চর্যা—৬ : হাক/ হরিণা/ অহেরী/ ভান্তো/ নিলঅ/ বৈরী/ বেঢ়িল/ মূঢ়া।

চর্যা—৭ : আলি কালি/ জিন উর/ বিমনা/ ভিন্না/ পরিচ্ছিন্না/ নিয়ড়ি/ হেরি।

চর্যা—৮ : নাবী/ রূপা/ কামলী/ জাম/ কাছি/ বাহর/ মাঙ্গা/ সাঙ্গা/ গেলী/ দাহিন/ কেয়ুঘাল/ নাহি।

চর্যা—৯ : বাখোড়/ করিআ/ ছড়গই/ ভবাভব/ বিদ্যাকরী/ বলাগ/ বিআপক/ আসব-মাতা/ সুধ/ ছুধ/ দশদিস/ নিবীতা।

চর্যা—১০ : তান্তি/ চাঙ্গিড়া/ নড় পেড়া/ কাপালী/ হাড়/ ডোম্বী/ নাড়িআ/ ডোম্বি/ সাঙ্গ/ কাপালি/ পদমা/ পাখুড়ি/ হালো/ লো/ নিখিন/ লাঙ্গ/ এক/ অন্তরে/ আলো।

চর্যা—১১ : খাট/ কাপালী/ দেহনঅরী/ ছার/ মুক্তিহার/ কবালী/ অনহা/ পচার/ একারে।

চর্যা—১২ : পীঢ়ি/ নঅবল/ ভববল/ ঠাকুর/ উআরি/ জিনউর/ বড়িআ/ ভলি।

চর্যা—১৩ : তিশরন/ নাবী/ শূন/ সুইনা/ সুইণা/ কেডুয়াল/ কণ্ডহার/ মাঙ্গ/ আঠ/ মাঝ/ সাঙ্গ/ ল/ সূন।

চর্যা—১৪ : নাঈ/ উছারা/ জিনউরা/ মাঙ্গ/ পীঠ/ কাছী/ পুলিন্দা/ দুখোল/ চাকা/ মাগ/ সিঠি/ বাহবা/ জড়িলী/ লীলে/ মাঝে/ দুই/ ছন্দা/ সুচ্ছলে/ লো/ দাহিন।

চর্যা—১৫ : সংসারা/ রাজপথ/ সমুদা/ যাহা/ ভেলা/ নাহা/ বাটা/ ঘাট/ তড়ি/ আঁখি/ কন্নরা/ দাহিন।

চর্যা—১৬ : পাট/ অনহা/ বিঅস/ গয়েন্দা/ তুস/ সিকল/ টাকলি/ চিত্তা/ নিবানা/ বেনি (দুই অর্থে)/ পানে/ লাগি।

চর্যা—১৭ : লাউ/ তান্তী/ অনহা/ চাকি/ তান্তী/ ধনি/ আলি কালি/ সারি/ সমরস/ দাণ্ডী/ বেনি/ বতিস/ জবে/ আলো/ সূণ।

চর্যা—১৮ : ডোম্বী/ ভভরিআলী/ কাবালী/ কাজ/ হেলে/ অন্তে/ মাঝে/ বিরুআ/ আগলি/ ছিনালী/ লীলে/ হালো/ লো/ নাহি।

চর্যা—১৯ : মাদলা/ কশালা/ দুন্দুহি/ জাম/ অহনিশি/ অহিনিশি/ ধাম/ ডোম্বী/ সঙ্গে/ রত্ত/ বেনি।

চর্যা—২০ : অন্তউড়ি/ বাসন/ পূড়া/ বাপ/ বিআন।

চর্যা—২১ : নিসিত/ মুসা/ চারা/ গাতো/ অবনাগবনা/ আমন/ আনধারী/ জবে/ তবে/ পবনা।

চর্যা—২২ : নির্ব্বানা/ ধাম/ জাম/ রসান/ কাম/ আপনে/ মিছে/ আপনা/ অচিন্তি/ বিশেসো/ নাহি।

চর্যা—২৩ : অহেরি/ বিহানি/ মাআ-হরিনী/ একু মনা।

চর্যা—২৪ : পাওয়া যায় নি।

চর্যা—২৫ : পাওয়া যায় নি।

চর্যা—২৬ : তুলা/ আসু/ নিরবর/ কাজ/ সবেঅন/ আপনা/ দুই/ বালাগ/ আর।

চর্যা—২৭ : আধরাতি/ মাগ/ বিরমানন্দ/ নীবান/ অবধূই/ ভর/ বতিস/ লীলে/ সূধ।

চর্যা—২৮ : মোরাঙ্গ/ গুঞ্জরী/ গুলী/ গুহারী/ সেজি/ নইরামনি/ রাতি/ খাট/ মন/ গিরিবর/ গুরু বাক/ নিবান/ একে নামে/ দারী।

চর্যা—২৯ : চান্দ/ দিস/ লাগ।

চর্যা—৩০ : চান্দ/ অদভূআ/ দুংদল/ সারা/ মন।

চর্যা—৩১ : ডমরুলি/ চান্দ/ নিরাস।

চর্যা—৩২ : শশিমণ্ডল/ চিঅরাঅ/ লাঙ্ক/ হাথ/ কাঙ্কন/ খাল/ বিখালা/ আর (পার)/ মুকল/ নিঅড়ি/ আপনে/ সাঙ্গে/ দাহিন/ আপা।

চর্যা—৩৩ : পড়বেশী/ হাড়ী/ ভাত/ বেঙ্গ/ সাপ/ দুধু/ বলদ/ গবিআ/ বাঝ/ দুহিল/ নাহি/ সাধী/ আবেশী।

চর্যা—৩৪ : অভিনচার/ চিত্তা/ অপইঠান/ ইন্দিজালী/ বাধা/ লীলে/ দুলখ/ নিবাস/ একু।

চর্যা—৩৫ : চিঅরাঅ/ সমুদ/ পনিআ/ এতকাল/ স্বমোহ/ নঠা/ পূন/ এবে/ অভাগ/ উলাস।

চর্যা—৩৬ : তথতা/ মোহ ভণ্ডার/ সপর/ বিভাগা/ নিদ/ পাণ্ডি আচাত্র/ লাঙ্গা/ ভর/ মুকল/ ল।

চর্যা—৩৭ : মহামুদেরী/ বাগুকুরঙ/ গলপাস?/ আপনে/ বিমুকা/ তা/ কাহি।

চর্যা—৩৮ : নাঈ/ নৌবাহী/ ভঅ/ পতবাল/ খান্ট/ ভব উলোল/ খান্টি/ আন উপাত্র/ বলআ/ আনে।

চর্যা—৩৯ : সুইন/ কুড়ংবা/ অবিদার/ ঘুণ্ড/ বলন্দ/ গঅনা/ ভবমোহা/ আপনা/ জলবিম্বাকার/ অদভূঅ/ দুঠ/ অরে।

চর্যা—৪০ : আলাজালা/ পোথী/ বোব/ সীসা/ কাল/(কাল অর্থে)/ জিনরঅন/ টাল/ আলে।

চর্যা—৪১ : বোড়ো/ বাসন/ বাতাবত্ত/ পাথর/ খেড়া/ রাউতু/ রাজসাপ/ বহুবিহ/ লোনা/ অনুঅনা/ অকট/ মূঢ়া।

চর্যা—৪২ : দুধ/ মূঢ়া/ মাঝে/ অইসভাবে/ বিসন্ন।

চর্যা—৪৩ : মহাতরু/ মনরঅনা/ জাম/ সঅলা/ মুকা/ অনুঅনা/ নাহি।

চর্যা—৪৪ : ধাম/ কলএল/ চউখন/ মাঝ/ অনুঅর/ বিনঠা/ জবে/ তবে/ জথা/ তথা।

চর্যা—৪৫ : কুঠার/ সুভাসুভ।

চর্যা—৪৬ : সুইন/ মনা/ তথতা/ বিমুক্কা/ সমানা/ বেনি/ তবে/ নউ।

চর্যা—৪৭ : মইলী/ আগি/ জাল/ হরিহর/ বামহ্/ ভট্টা/ পট্টা/ ডোম্বী। ফীটা।

চর্যা—৪৮ : পাওয়া যায় নি।

চর্যা—৪৯ : বাজ–নাব/ পউআ/ বঙ্গাল–দেশ/ বঙ্গালী/ পাট/ আজি/ নঠা/ চউকোড়ি।

চর্যা—৫০ : বাড়ী/ হি/ মোহা/ কঙ্গুচিনা/ চঞ্চালী/ সবরালী/ দুন্দোলী/ সমতুলা/ সুকল/ সমে/ ভোলা/ চারি/ ভবমত্তা/ দিআ/ হের।

বিভিন্ন ভাষার শব্দ

চর্যা—১ : সুনু (সিন্ধি)/ পাঞ্চ (ওড়িয়া)।

চর্যা—২ : তেন্তলি (ও)/ কাউ (ও/গুজরাটি) অধরাতি (ও)।

চর্যা—৩ : চউশঠী (ও)/ কান্ধ (আসামী)।

চর্যা—৪ : সুজ (লাহন্দী)/ কুন্দু (ও)/চীরা (বিহারী, মাগবী, হিন্দী)।

চর্যা—৫ : নীভর (গুজ)।

চর্যা—৬ : চৌদীস (মৈথিলী হি)/ অপনা (আ/হি)।

চর্যা—৮ : সোন (হি. মৈ)/ খুন্টি (আ)/ ঠাবী/ [মা] চউদিস/ কইসে (হি. মৈ)।

চর্যা—৯ : বান্ধন (আ)।

চর্যা—১০ : কুড়িআ (ও)/ বাপুড়ি (হতভাগ্য অর্থে) (ও) মোলান (আ)/ মালী (ও)।

চর্যা—১১ : মোখ (সি/পা)/ননন্দ (হি)/ সালী (হি)।

চর্যা—১২ : মতি/ দুআ।

চর্যা—১৩ : পাঞ্চ (ও)।

চার্য—১৪ : কবড়ী (মাবা)/ বোড়ী (দেশী)/ পাঞ্চ (ও)।

চর্যা—১৫ : সূনা (হি. মৈ)।

চর্যা—১৬ : খম্ভা (ও)/ ঠানা (আ/পাঞ্জাবী)।

চর্যা—১৭ : সূজ (লা) চর্যা—১৮ : কইসনি (হি. মৈ)।

চর্যা—১৯ : সাদ (গুজ/ হি/মা)।

চর্যা—২০ : বাপূড়া (মৈ/ হি)/ এথু (মৈ) মাই (অ, পা, মৈ, ভোজপুরিয়া)/ বিগোা (আ/ গুজ)।

চর্যা—২১ : বান (বাণ (বর্ণ অর্থে গুজ)।

চর্যা—২২ : কইসন (হি)।

চর্যা—২৩ : কহানী (হি)/ পাঞ্চ (ও) বিনু (মৈ)।

চর্যা—২৪ : পাওয়া যায় নি।

চর্যা—২৫ : পাওয়া যায় নি।

চর্যা—২৬ : সেসু (সিংহলী)/ তউ (গুজ)/

চর্যা—২৭ : এথু (হি. মৈ)

চর্যা—২৮ : উঞ্চা (ও)/ পাবত (সিং)/ ডালী (দেশী, হি, মারা); কাপূর (মার)/ ধনুআ (হি)/ উমত (মৈ)/ একেলী (হি) বালী (গুজ/ হি/ ও)/ গীব (প্রাচীন আওধী) মালী (ও)।

চর্যা—২৯ : বান (গুজ/ মা)/ সাঁচ (গুজ, মৈ. হি)।

চর্যা—৩১ : অপা (গুজ, মৈ, হি)।

চর্যা—৩২ : অপা/ দাপন/ বাঙ্ক (ও)।

চর্যা—৩৩ : টাল (হি)/ নিতি (সিং, হি) বেঙ্গ (ও, নে)/ বুধী (ও, মৈ, গুজ)/ নিবুধী (ঐ)।

চর্যা—৩৪ : অলখ (গুজ, হি)/ লখ (মৈ, হি)।

চর্যা—৩৬ : শাখি (ও, মৈ)।

চর্যা—৩৭ : জইসনে (মৈ, হি) তেসন (হি, মৈ)।

চর্যা—৩৮ : নাবড়ি (ও)।

চর্যা—৩৯ : অপা (গুজ, মৈ, হি)/ একেলে (হি)/ অপনা (হি, মৈ)/ গোহালী (অ) হ্ (গুজ, পা, মৈ) অমিয় (উ) অমিয়া (আ)।

চর্যা—৪০ : কইসে (হি)/ কইসা (হি)/ জইসা (মৈ, হি)।

চর্যা—৪১ : হথা (হি)/ বাঞ্জিঝ্ (ও)/ অইস (মৈ, হি) জইসা (মৈ, হি)/ সাঁচ (হি) দাপন (আ/ সি)।

চর্যা—৪২ : কইসে (হি)/ নাঠ (হি)/ কান্ধ (আ) লড় (হি)/ ভাগ (আ, গুজ, মৈ, হি, সি)।

চর্যা—৪৩ : পরলা (লাহ)।

চর্যা—৪৪ : বিদু (গুজ)।

চর্যা—৪৫ : (ভদ গুজ)/ বিদুজন (সিংগুজ)।

চর্যা—৪৬ : জইসা (মৈ. হি)/ তইসা (মৈ, হি)।

চর্যা—৪৭ : পাঞ্চ (ও)।

চর্যা—৪৮ : পাওয়া যায়নি।

চর্যা—৪৯ : সোন (মৈ)।

চর্যা—৫০ : কুরাড়ী (গুজ, নে)/ মেহেলী (সিং) সগুণ (হি)/ কপাসু (হি)/ বালি (গুজ, ও, হি)/ বাস (নে, পা, রি) পঙ্গুচিনা।

শব্দের শ্রেণীবিচারের ক্ষেত্রে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রে যতটা রক্ষণশীল হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ততটা নন। ODBL অনুসারে চর্যার ২০০০টি শব্দের মধ্যে ৩১০টি সংস্কৃতে যে ভাবে উচ্চারিত হয় সেভাবেই উচ্চারিত কিন্তু এই ৩১০টি শব্দের অধিকাংশ রূপগত দিক দিয়ে তদ্ভব এবং তৎসম। তাঁর মতে ৩১০টি শব্দের মধ্যে খাঁটী তৎসম শব্দের সংখ্যা খুবই কম, যেমন— সদগুরু/ সদভাব/ বিদ্যা/ পদ্ম/ অবধূতী/ কর্ণ কুণ্ডল বজ্রধারী/ সুখ/ দু:খ/ ভব-নির্ব্বান/ মাংস/ বাক পথাতীত ইত্যাদি। এসব শব্দ এক শতের বেশী হবে না। (ODBL, ২১৮-১৯)। সুকুমার সেনের

(EDB) অভিধানে চর্যাপদের অধিকাংশ শব্দকে বাংলা হিসাবে চিহ্নিত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে চর্যাপদে ব্যবহৃত কিছু শব্দ আছে যা বৌদ্ধ বাংলা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার অর্থ স্পষ্ট নয়। উদাহরণ, অকট (পৃ. ৪)।

উপর্যুক্ত শব্দের শ্রেণীবিন্যাস ক্রটীযুক্ত একথা বলা যায় না। তবে বিভিন্ন অভিধান, এবং ভাষার ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থ এবং শহীদুল্লাহ্ ও অতীন্দ্রের সম্পাদিত 'চর্যাপদ' বিচার করে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রে যেমন খাঁটী সংস্কৃত শব্দ যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি বানানজনিত ক্রটীকে (ই/ঈ এবং উ/ঊ) এবং শ/ষ/স) কিছুটা মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বানান বিভ্রাটের কারণে যে সব শব্দের কিছুটা হলেও পরিবর্তন ঘটেছে সেসব শব্দকে বাংলায় (যদি প্রাকৃত এবং নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা অন্য কোনো শাখায় না পাওয়া যায়) স্থান দেওয়া হয়েছে। যেমন হরিণী এবং হরিণি — দুটি শব্দকেই সংস্কৃত ধরা হয়েছে কিন্তু হরিনা শব্দটিকে নয়। এভাবে পারগামি (৮৫) করিনি (৯) মাতঙ্গি (১৪)/ অবকাস (৩৭) নাদ (৪৪) শব্দগুলিকে সংস্কৃত ধরা হয়েছে। কিন্তু কাআ (সং কাঅ), বিআলী (৪–প্রাকৃত বিআল), (অপভ্রংশ) উআরি (প্রা– উআর/ চর্যা–১২)/ সংসারা (সংসার) অবনাগবনা (চর্যা–২১/অপ অবনাগবন) ইত্যাদি শব্দকে বাংলায় বিন্যস্ত করেছি।

বিভিন্ন ভাষার শব্দের ক্ষেত্রে বলা যায়, যেসব শব্দ একই রূপে একই অর্থে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার বিভিন্ন শাখায় পাওয়া যায় সে সব শব্দকে সেইসব শাখা ভাষার শব্দ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

উল্লেখ করা যায় যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত অনেক অনার্য শব্দ প্রবেশ করেছে। যেমন 'দুলি', এফ. বি. জে. কুপার শব্দটির উৎস মুণ্ডা বলে মনে করেন (Proto-Munda Word in Sanskrrit, পৃ: ১২৫)। এ শব্দটি অবশ্যই সংস্কৃত।

চর্যাপদে এমন অনেক শব্দ আছে যার ব্যবহার প্রাচীন বাংলায় নেই, আছে মধ্য বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যে, যেমন 'বাণ' যা সংস্কৃত বর্ণ থেকে এসেছে এবং মারাঠী গুজারাটীতেও শব্দটি একই অর্থে বিবর্তিত। এ শব্দটি বাংলা না ধরে মারাঠী এবং গুজরাটী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, কারণ বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে মধ্যযুগের বাংলার এ শব্দের অনুপ্রবেশ অযৌক্তিক নয়।

উল্লেখ্য যে ভাষার শব্দ নির্ধারণে অবশ্য শব্দের অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে অর্থাৎ চর্যাপদে শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত এবং সেই একই অর্থে বাংলা বা নব্য ভারতীয় আর্যভাষার কোন শাখায় রক্ষিত তা বিচার করা

হয়েছে। যেমন- 'বাণ' শব্দটি, হিন্দীতে গুণ অর্থে ব্যবহৃত। এক্ষেত্রে শব্দটি হিন্দী নয় সুতরাং মারাঠী/গুজরাটী ধরা হয়েছে। ৬ নং চর্যায় 'থাক' শব্দটি 'হাকডাক'- চীৎকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, শব্দটি সংস্কৃত 'হক্ক' শব্দ থেকে পালি প্রকৃতের মধ্য দিয়ে নেপালী এবং বাংলায় একই অর্থে ব্যবহৃত। কিন্তু ওড়িয়ায় শব্দটি ডাকা (নিমন্ত্রণ) অর্থে ব্যবহৃত এবং আসামীতে এর অর্থ নিষেধার্থক। সুতরাং শব্দটি নেপালী বা বাংলা। শব্দটি বাংলায় দেওয়া হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

অতীন্দ্র মজুমদার: *মধ্যভারতীয় আর্যভাষা ও সাহিত্য,* নয়া প্রকাশ: কলিকাতা, ১৯৬০

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস: *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান,* দি ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৩৭

পরেশচন্দ্র মজুমদার: *সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ,* সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৭১

পরেশচন্দ্র মজুমদার: *বাঙ্গলা ভাষা পরিক্রমা,* ১-২ খণ্ড, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৮৩

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্: *বাঙ্গলা ভাষার ইতিবৃত্ত,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫

সুকুমার সেন: *ভাষার ইতিবৃত্ত,* সাহিত্য সভা, বর্ধমান, ১৯৫৭

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়: *বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা,* কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫০

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: *বঙ্গীয় শব্দকাষ,* সাহিত্য অকাদেমী, নিউদিল্লী, ১৯৬৭

R. L. Turner : *A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Language*, Oxford University Press. London. Second impression, 1973

Muhammad Shahidullah: *Bhuddhist Mystic Songs*. Bangla Acadeemy, Dhaka.

S. M. Katre: *Dictionary of Panini*, Vol. 1-3 The Deccan College, Poona, 1968

Subhadra kumar Sen, *Proto-New Indo-Aryan*, Eastern publishers, Calcutta, 1973

Sukumar Sen, *An Etymological Dictionary of Bengali, C*. 1000-1800 A. D. Vol 1-2 Eastern Publishers, Calcutta. 1971

Suniti Kumar Chatterjee, *The Origin And Development of the Bengali language*. George Allen Uniwin ltd. London, 1970